ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN 20 2000 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ .....

বিআইটিতে ভর্তির খোঁজখবর

প্রকৌশল বিষয়ে পড়তে চাইলে হয় বুয়েট, নয় বিআইটিতে ভর্তি হতে হয়। প্রকৌশল বিষয়ে ভর্তিচ্ছুদের প্রথম পছন্দ বুয়েট, তারপর বিআইটি। দেশের ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে চারটি বিআইটি (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি) রয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকার গাজীপুরস্থ বিআইটি কেবল দেশের বিভিন্ন পলিটেকনিক্যাল কলেজ থেকে ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের জন্য। অন্য তিনটি বিআইটিতে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে সফলভাবে উত্তীর্ণরা ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। ইতিমধ্যে ঢাকার বিআইটির ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আর সামনেই অন্যতিনটি বিআইটির ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। আবেদনপত্র চেয়ে বিজ্ঞপ্তি সম্ভবত মার্চের শুরুতে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হবে এবং ভর্তি পরীক্ষা সম্ভবত এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তাই বিআইটি ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি আগাম জানানো হলো বিআইটি ভর্তিচ্ছুদের জন্য।

তিনটি বিআইটিতে পুরকৌশল, তড়িৎকৌশল ও যন্ত্রকৌশলের সঙ্গে গত বছর থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয় চালু হওয়ায় অনেকেই বিআইটিতে পড়তে আগ্রহী হয়ে উঠছে। প্রত্যেকটি বিষয়ে ৬০টি আসন রয়েছে প্রত্যেকটি বিআইটিতে।

ভর্তির যোগ্যতা :

● মাধ্যমিক পরীক্ষায় গ্রেস নম্বর বাদে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়ে পাস।

● ১৯৯৮ অথবা ১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষে উচ্চ মাধ্যমিকে গ্রেস নম্বর বাদে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে পাস। এবং এই পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন- তিন বিষয়ে গড়ে ৬০% নম্বর এবং পৃথকভাবে অন্তত ৫০% নম্বর পেতে হবে।

ভর্তি প্রক্রিয়া :

তিনটি বিআইটিতে একই দিনে একই সময়ে একই প্রশ্নে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ৫৫৫০ জন শিক্ষার্থী সুযোগ পায়। আবেদনকৃত প্রার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। যেকোনো প্রার্থী তার ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবে। তবে স্থান সংকুলান না হলে প্রার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র পূর্বে উল্লিখিত বিষয় তিনটির প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে প্রার্থীর পছন্দের বিআইটিতে প্রার্থিত বিষয়ে অধ্যয়নের পরিবর্তন ঘটে না। কেবল ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তি প্রার্থী নির্বাচিত করা হয়। এবং এই নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীর জন্য বিআইটি ও বিষয় নির্ধারিত হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীর পছন্দও বিবেচনা করা হয়।

ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি :

বিআইটি ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি অনেকটা বুয়েটের মতো। উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচি অনুযায়ী গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরেজি বিষয় চারটির ওপর মোট ৭০০ নম্বরের ও ৩ ঘন্টা সময়কালের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর কিছু মৌলিক প্রশ্ন আসতে পারে যা পাঠ্যসূচির বহির্ভূত হতেও পারে। প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য নির্ধারিত জায়গায় সংবলিত উত্তরপত্র সরবরাহ করা হয়। আলাদা উত্তরপত্র দেওয়া হয় না। পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যায়।

উপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহের উপর প্রশ্নের নম্বর বণ্টন নিম্নরূপ-

গণিত	২০০ নম্বর
পদার্থবিদ্যা	২০০ নম্বর
রসায়ন	২০০ নম্বর
ইংরেজি	১০০ নম্বর

ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি :

বিআইটির ভর্তি পরীক্ষা বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার অনুরূপ হওয়ায় প্রস্তুতিও একই। তাই বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের বিআইটিতে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আলাদা প্রস্তুতি নিতে হয় না। পূর্বেই বলা হয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্ন হয়। পদার্থবিদ্যা থেকে শুধু গাণিতিক সমস্যা ও ছোট ব্যাখ্যা আসে। রসায়নের সব অংশ থেকে ছোট ছোট প্রশ্নোত্তর ও অঙ্ক আসে। গণিতেরও সব অংশ থেকে কমবেশি প্রশ্ন হয়। কোনো তত্ত্বীয় প্রমাণ আসে না, শুধু সমস্যা আসে। ইংরেজিতে সাধারণত সবধরনের প্রশ্ন আসে। প্রস্তুতির সময় বিআইটির ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্ন দেখ ও সমাধান করো। এতে প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে ভালো ধারণা পাবে এবং প্রস্তুতির জন্য সহায়ক হবে।

■ অনবদ্য ফয়সল